শালতোড়া নেতাজী সেনি□নারী কলেজ

শালতোড়া, বাঁকুড়া

উপস্থাপনা – পীযূষকান্তি চক্রবর্ত্তী

বিভাগ – শারীরশিক্ষা

বর্ষ – প্রথম সেমিষ্টার

বিষয় ঃ প্রাচীন অলিম্পিক গেমস্

ভূমিকা ঃ

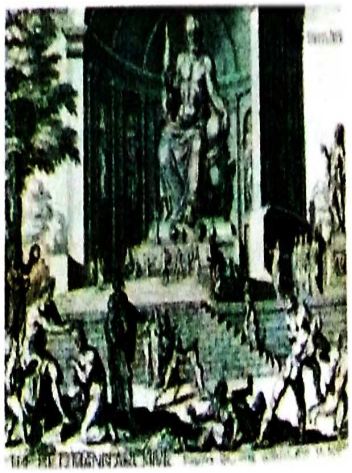

প্রাচীন অলিম্পিক গেমস্ কবে শুরু হয়েছিল তা সঠিকভাবে বলা সম্ভব নয়। তবে ইতিহাস থেকে অনুমান করা যায় যে খ্রিস□পূর্ব ৭৭৬ অব্দ থেকে প্রথম অলিম্পিক গেমসের সূত্রপাত হয়। ঐতিহাসিকদের মতে প্রাচীন গ্রিস দেশে তখন ধর্মবিশ্বাস এক বিশেষ স্থান অধিকার করেছিল। উপাস্য দেবতাদের উদ্দেশ্যে অনুষ্ঠিত বিভিন্ন অনুষ্ঠানে তারা বিভিন্ন ধরনের শারীরিক ক্রিয়াকৌশল প্রদর্শন করত। এইভাবেই গ্রিসে ধীরে ধীরে জাতীয় ক্রীড়ানুষ্ঠানের জন্ম হয়েছিল। দেবাদিদেব জিউসের প্রতি সম্মান প্রদর্শনার্থে এই অলিম্পিক গেমসের সূচনা হয়।

স্থান ঃ

অলিম্পিক গেমস্ অনুষ্ঠিত হতো এলিসের সমতল ভূমি অলিম্পিয়া নামক স্থানে। অলিম্পিয়ার প্রান্তরে দৃঢ় প্রাচীরঘেরা দেবাদিদেব জিউসের বিশাল মন্দির। সেই সময়ে জিউসের এই মন্দিরটি ছিল পৃথিবীর সপ্তম আশ্চর্যের অন্যতম। সমতল জায়গার চারধারে দেবদেবীর মন্দির বেষ্টিত ছিল এবং জনসাধারণের বসবাস ছিল। দর্শকদের বসবার কোনো জায়গা ছিল না, তবে

মাঠের চারপাশে অপেক্ষাকৃত উঁচু ঢালু জায়গা ছিল, সেখানে দর্শকেরা বসে প্রতিযোগিতা উপভোগ করত।

উদ্দেশ্য ঃ

প্রাচীন গ্রিসকে বলা হতো "হেলাস", যা ছোটো ছোটো অনেক রাজ্যে বিভক্ত ছিল। যেমন এথেন্স, স্পার্টা, এলিস, পিসা, আরগস ইত্যাদি। এই সমস্ত রাজ্যের একজন করে নেতা থাকতেন। স্বাধীন এই রাজ্যগুলির মধ্যে প্রায়ই যুদ্ধবিগ্রহ লেগেই থাকত। ফলে গ্রিসের সামাজিক, অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক জীবন বিপর্যস্ত হয়ে পড়েছিল। এই যুদ্ধের বাতাবরণ থেকে মুক্তি পেতে এবং শান্তি, মৈত্রী ও সৌভ্রাতৃত্বের বাতাবরণ তৈরি করতে গ্রিক দার্শনিক ও চিন্তাবিদ হেরাকলস ক্রীড়া ময়দানকে শ্রেষ্ঠ মাধ্যম হিসাবে বেছে নেন। প্রথম দিকে আলিম্পিক প্রতিযোগিতার বিষয় ছিল ১৯২.২৮ মিটার সোজাপথে দৌড়। প্রত্যেক রাজ্য থেকে শ্রেষ্ঠ ক্রীড়াবিদেরা এই প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করত এবং প্রতিদ্বন্দ্বিতায় যে জয়লাভ করত তাকে গ্রিসের শ্রেষ্ঠ সন্তানের সম্মান দেওয়া হতো। প্রথম বিজয়ী হয়েছিলেন এলিসের অধিবাসী কোরেবাস। নিয়ম করা হয়েছিল যে, প্রতিযোগিতার সময় শত্রুরাজ্যের প্রতিযোগীকেও নিজরাজ্যের ভিতর দিয়ে যাতায়াতের সুযোগ দিতে হবে। এইভাবে প্রীতিপূর্ণ প্রতিযোগিতার মধ্যে দিয়ে সৌভ্রাতৃত্ব ও সহযোগিতার মনোভাব গড়ে উঠতে শুরু করেছিল।

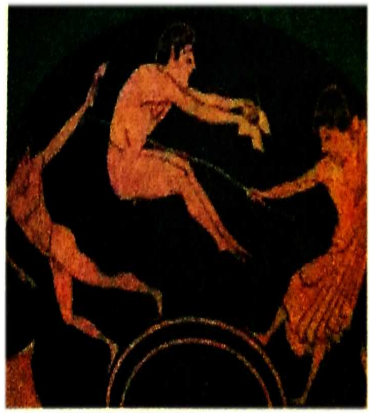

১। খেলাধুলার ক্ষেত্রে অপেশাদারী ক্রীড়াবিদ তৈরি করা ও নিয়ন্□ণ করা।

২। গ্রিসের সৌভ্রাতৃত্ববোধ জাগিয়ে তোলা।

৩। খেলাধুলার মাধ্যমে শারীরিক, মানসিক গুণের উন্নতি করা ও বৌদ্ধিক গুণের বিকাশ ঘটানো।

৪। খেলাধুলায় অংশগ্রহণের মাধ্যমে আন্তর্জাতিক বোঝাপড়া, সৌভ্রাতৃত্ববোধ ও শান্তির বাতাবরণ তৈরি করে পরস্পরকে সহযোগিতার ও বন্ধুত্বপূর্ণ মনোভাব গড়ে তোলার শিক্ষায় শিক্ষিত করা।

৫। সারা বিশ্বে অলিম্পিক গেমস-এর নীতি ছড়িয়ে দেওয়া, যার দ্বারা বিশ্ব জুড়ে বিভিন্ন দেশের মধ্যে সুসম্পর্ক গড়ে ওঠে।

৬। গ্রিসের শ্রেষ্ঠ ক্রীড়াবিদদের চার বছর পর পর ক্রীড়ানুষ্ঠানের মাধ্যমে একত্রিত করে প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত করা।

প্রতিযোগিতার বিষয় ঃ

খ্রিস□পূর্ব৭৭৬ অব্দের১৯২.২৮ মিটার সোজাপথে দৌড় ক্রীড়ানুষ্ঠানটি ইতিহাসের প্রথম প্রাচীন অলিম্পিক গেমস্ নামে খ্যাত হয়ে আছে। পরবর্তীকালে দৌড়, রথদৌড়, ঘোড়দৌড়, লংজাম্প, ট্রিপল জাম্প, ডিসকাস থ্রো, মুষ্টিযুদ্ধ, কুস্তি, পেন□াথ্লন প্রভৃতি যুক্ত হয়। একদিনের পরিবর্তে পাঁচদিন ব্যাপী এই প্রতিযোগিতার আসর বসত। প্রথম দিকে অলিম্পিক প্রতিযোগিতায় নারীদের অংশগ্রহণের কোনো অধিকার ছিল না, এমনকি দর্শক হিসাবেও তাদের প্রবেশ নিষিদ্ধ ছিল। ১৯০০ সালে ফ্রান্সের প্যারিস অলিম্পিক থেকে এই বিধিনিষেধ তুলে নেওয়া হয়। প্রতিযোগিতার চ্যাম্পিয়ন নির্বাচন করা হতো পেন□াথ্লন -এর মাধ্যমে।

প্রাচীন অলিম্পিকের প্রধান বৈশিষ্ট্যসমূহ ঃ

প্রাচীন অলিম্পিক গেমসের নিয়মাবলি, যা তাম্রফলকে লিপিবদ্ধ করা ছিল তার মূল নিয়মাবলি নিম্নরূপ ঃ–

১। কেবলমাত্র গ্রিসের অধিবাসীরাই প্রাচীন অলিম্পিকে অংশগ্রহণ করতে পারত।

২। অপেশাদার প্রতিযোগীরাই কেবলমাত্র অংশগ্রহণ করতে পারত। এছাড়াও তাকে হতে হতো সংসার-বন্ধনহীন, মুক্ত মানুষ, সুদৃঢ় ও সুন্দর শারীরিক গঠনের অধিকারী, সৎ চরিত্রের অধিকারী এবং নিরপরাধ।

৩। কোনো অপরাধী এই প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করতে পারত না।

৪। প্রতিযোগীদের শারীরিক সক্ষমতার পরীক্ষা দিতে হতো এবং তাদের নিজের রাজ্যে দশ মাস অনুশীলন করতে হতো।

৫। প্রতিযোগিতার পূর্বে প্রত্যেক প্রতিযোগীকে অলিম্পিয়াডে এসে এক মাসের প্রশিক্ষণ নিতে হতো।

৬। প্রতিযোগিতার নিয়মকানুন ও বিচারকদের রায় মেনে চলার শপথ নিতে হতো। প্রতিযোগী এমনকি তার ভাই, পিতা ও প্রশিক্ষককেও শপথ গ্রহণ করতে হতো যে, তারা প্রতিযোগিতায় জেতার জন্য কোনোরূপ অসদুপায় অবলম্বন করবে না।

৭। বিচারকদেরও সঠিক সিদ্ধান্ত নেবার ব্যাপারে শপথ নিতে হতো।

৮। নারীদের অংশগ্রহণ, এমনকি খেলা দেখারও সুযোগ ছিল না।

৯। কোনো প্রতিযোগী প্রতিযোগিতায় নাম লেখালে তাকে প্রতিযোগিতা সম্পূর্ণ করতেই হতো।

প্রাচীন অলিম্পিকে খেলা পরিচালনার অনুষ্ঠনসূচি ঃ

১। সম্মিলিত হওয়া ঃ খেলা শুরু হবার আগে প্রতিযোগী, প্রশিক্ষক ও পরিচালকমণ্ডলীকে জিউসের সামনে শপথগ্রহণের জন্য জড়ো হতে হতো।

২। উৎসর্গ ঃ জিউসের সম্মানার্থে শূকর বলি দেওয়া হতো।

৩। শপথ ঃ দেবাদিদেব জিউসের মন্দিরের সন্নিকটে সূর্যরশ্মির সাহায্যে অগ্নি প্রজ্জ্বলিত করে প্রতিযোগীদের শপথ নিতে হতো।

৪। **মার্চ পাস□ ঃ** মার্চ পাসে□ প্রত্যেক প্রতিযোগী, বাদক, পরিচালকমণ্ডলী অংশগ্রহণ করত এবং প্রতিযোগীরা ঘোষকের সামনে এলে দর্শকদের উদ্দেশ্যে সেই প্রতিযোগীর নাম, বাবার নাম, দেশের নাম ঘোষণা করা হতো।

৫। **উদ্‌বোধনী অনুষ্ঠান ঃ** প্রতিযোগিতার উদ্‌বোধক খেলার উদ্‌বোধন আনুষ্ঠানিকভাবে ঘোষণা করতেন। তারপর প্রতিযোগিতার মূল বিষয়গুলি অনুষ্ঠিত হতো।

৬। **প্রতিযোগিতার বিষয়সূচি ঃ** প্রথম অলিম্পিক গেমসে ১৯২.২৮ মিটার সোজা দৌড় ছিল একমাত্র বিষয়। দৌড় পথের দূরত্ব ছিল সে□ডিয়ামের দৈর্ঘ্যের সমান। তাই তাকে বলা হতো স□্যাড রেস। এই ধারার পরিবর্তন করে ১৪তম অলিম্পিকে শুরু হয় দ্বিতীয় দৌড় প্রতিযোগিতা। এই দৌড়পথের দৈর্ঘ্য ছিল দুই স□্যাড রেস পরিমাণ। এর নাম ছিল ডিয়াউলস।

১৫তম অলিম্পিকে যুক্ত হলো তৃতীয় বিষয়। এটি ছিল দূরপাল্লার দৌড়। দৌড়পথের দৈর্ঘ্য ছিল ২৪ স□্যাড অর্থাৎ প্রায় ৩ কিমি। এটির নাম ছিল ডোলিকস।

১৮তম অলিম্পিকে যুক্ত হল কুস্তি ও পেন□াথ্‌লন।

২৩তম অলিম্পিকে শুরু হল মুষ্টিযুদ্ধ।

২৫তম অলিম্পিকে টেথ্রিপোস, চারটি ঘোড়ায় টানা রথদৌড় শুরু হয়।

৩৩তম অলিম্পিক থেকে ঘোড়দৌড় ও প্যানক্রাশন শুরু হয়।

৩৭তম অলিম্পিক থেকে তরুণদের কুস্তি ও দৌড় শুরু হয়।

৬৫তম অলিম্পিয়াডে যুক্ত হয় দুই ঘোড়ায় টানা রথ দৌড়। এইভাবে নতুন নতুন বিষয় যুক্ত হওয়ার ফলে অলিম্পিক গেমসের সময় এক দিন থেকে বেড়ে পাঁচ দিন হয়।

সময়ের সাথে সাথে অলিম্পিকের প্রতিযোগিতার বিষয় ও প্রতিযোগিতার সংখ্যাও বাড়তে লাগল। সমৃদ্ধ হয়ে উঠল প্রাচীন অলিম্পিক। খ্রিস□পূর্ব ৪২০ অব্দে প্রতিযোগিতা পাঁচদিন ধরে যেভাবে চলত তার ক্রীড়াসূচি নীচে দেওয়া হলো —

প্রথম দিন ঃ উৎসবের উদ্‌বোধন, ধর্মীয় অনুষ্ঠান ও শপথগ্রহণ। পুরুষদের প্রতিযোগিতা শুরু।

দ্বিতীয় দিন ঃ রথদৌড়, পেন্টাথ্‌লন (ডিসকাস থ্রো, লম্ফন, জ্যাভেলিন থ্রো, দৌড়, কুস্তি)।

তৃতীয় দিন ঃ পূর্ণিমার সময়কালে দেবাদিদেব জিউসকে উৎসর্গীকরণ, বলিদান। খালি পায়ে দৌড়, (ডলিকস, স্ট্যাড, ডায়ালস) অপরাহ্নে বালক ঘোষক ও বালকদের প্রতিযোগিতা, ধর্মীয় নাচ-গান।

চতুর্থ দিন ঃ প্রতিযোগিতার মূল বিষয় শুরু হতো। কুস্তি, মুষ্টিযুদ্ধ, প্যানক্রেশন প্রভৃতি। হপলাইট বা সৈনিক বেশে দৌড়। ডলিকস – ৫ কিমি. দৌড়। স্ট্যাড - ১৯২.২৮ মিটার দৌড়। প্যানক্রেশন-মুষ্টিযুদ্ধ ও কুস্তির মিলিত বিষয়।

পঞ্চম দিন ঃ ভোজ, আনন্দ উৎসব এবং পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠান।

বিচারক ঃ

অলিম্পিক গেমস্ পরিচালনায় বিচারকগণের আধিপত্য ছিল। তাদের দায়িত্ব ছিল অলিম্পিকের ব্যবস্থাপনা, পরিচালনা এবং সকল প্রকার নিয়মকানুন নির্ধারণ করা। খেলা পরিচালনা করতেন জুরিগণ, বিচারকগণ, রেফারিগণ ও আম্পায়ারবৃন্দ। বিভিন্ন অলিম্পিয়াডে বিভিন্ন সংখ্যক পরিচালকগণ অংশগ্রহণ করলেও খ্রিষ্টপূর্ব ৩৮৪ অব্দে (মতান্তরে ৩৮৩) অনুষ্ঠিত ১০৮তম অলিম্পিয়াডে পরিচালকের সংখ্যা ১০জন নির্ধারণ করা হয়। প্রতিযোগিতা শুরুর ন্যূনতম ১০ মাস পূর্বে এলিসের সবচেয়ে বিচক্ষণ, বুদ্ধিমান ও অভিজ্ঞ ব্যক্তিদের মধ্য থেকে ১০ জন বিচারক বাছাই করা হতো। প্রথা অনুযায়ী বিচারকদের মধ্য থেকে বয়োজ্যেষ্ঠ ব্যক্তিকে বিচারকদের সভাপতি নিযুক্ত করা হতো। কোনো প্রতিযোগীকে বিজয়ী বা পরাজিত ঘোষণা করবার সর্বোচ্চ ক্ষমতা একমাত্র বিচারকদের ছিল এবং এলিসের আইন সংসদ ছাড়া বিচারকদের রায়ের বিরুদ্ধে আর কোথাও আপিল করা চলত না।

বিজয়ীর পুরস্□ার ঃ

প্রথম দিকে ষষ্ঠ অলিম্পিক পর্যন্ত বিজয়ীদের পুরস্□ার ছিল পশু, খাদ্যশস্য, কিংবা ধাতুনির্মিত পাত্র যাতে কোনো ক্রীড়াভঙ্গি খোদিত থাকত। পরবর্তীকালে বিজয়ীদের মাথায় পবিত্র অলিভ গাছের পাতার মুকুট দেওয়া হতো। দেশের প্রধান বিচারপতি এই মুকুট প্রদান করতেন এবং বিজয়ীর নাম, পিতার নাম ও দেশের নাম উচ্চৈঃস্বরে ঘোষণা করা হতো। এই মুকুট রাখার জন্য হাতির দাঁত ও সোনার কারুকার্য করা টেবিল ব্যবহার করা হতো। বিজয়ীদের নামে গান রচনা করা হতো এবং তাদের মুর্তি নির্মাণ করা হতো। দেশে ফিরে তিনি পেতেন বীরের সম্মান ও রাজা তাকে বৈষয়িক নানা পুরস্□ার দিতেন। রাজ্যের সীমানা প্রাচীরে নতুন দরজা তৈরি হতো বিজয়ীকে আনার জন্য। ধনী ব্যক্তিরা মূল্যবান উপহার দিতেন। সমস্ত দেশে তিনি পেতেন জাতীয় বীরের সম্মান।

প্রতিযোগিতার অবসান ঃ

১২০০ বছরে মোট ২৯৩টি অলিম্পিয়াড অনুষ্ঠিত হয়েছিল। প্রায় ১২০০ বছর চলার পর অলিম্পিকের অবসান হয়। রোম কর্তৃক গ্রিস অধিকৃত হবার পর অলিম্পিক গেমস্ ধীরে ধীরে তার ঐতিহ্য থেকে বিচ্যুত হতে থাকে। কারণ রোম সাম্রাজ্য সেই সময়ের উদীয়মান সূর্যের দেশ হিসাবে পরিচিত ছিল। কিন্তু অলিম্পিক প্রতিযোগিতায় পরাধীন গ্রিক জাতির সঙ্গে রোমানরা পেরে উঠত না। তাই হিংসাবশত একবার অলিম্পিক প্রতিযোগিতা শুরুর আগে রোমানরা গ্রিক ক্রীড়াবিদদের তাঁবুতে আগুন লাগিয়ে বেশ কিছু গ্রিক ক্রীড়াবিদকে পুড়িয়ে মেরেছিল। এই ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে তখনকার রোমান সম্রাট থিয়োডোসিয়াস এক আদেশ জারি করে ৩৯৪ খ্রিষ্টাব্দে প্রাচীন অলিম্পিক বন্ধ করে দেন।

ধন্যবাদ